আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিনের মানহাজের আলোকে

কুরআনিস্ট মতবাদ

পর্যালোচনা ও সংশয় নিরসন

ড. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ আল-খালাফ

প্রাককথন

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবিগণ ও কিয়ামাত পর্যন্ত আগত-অনাগত তাঁর সকল সত্যানুসারীর ওপর।

হামদ ও সলাতের পর—

ক. ঈমান হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড়ো নিয়ামাত। মুমিন হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা। কেউ যদি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান না আনে, সে মুমিন হতে পারবে না। তাই আল্লাহর প্রতি যেমন ঈমান আনতে হবে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতিও ঈমান আনতে হবে। রসূলের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো—এ বিশ্বাস করা, তিনি আল্লাহর নবী ও রসূল। তিনি সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। আল্লাহ তাআলা যেসকল দায়িত্ব দিয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন সেগুলোর প্রত্যেকটি তিনি যথাযথভাবে আদায় করেছেন। এ-সকল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যা করেছেন এবং যা বলেছেন, সবকিছু বিশ্বাস করা এবং মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া তাঁর প্রতি ঈমানের অংশ। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত এসব দায়িত্ব পালনার্থে যা বলেছেন বা করেছেন, সেটাই হাদিস ও সুন্নাহ। সেটা গ্রহণ ও অনুসরণ করাকে কুরআন ফরজ করেছে এবং মান্য করাকে সাব্যস্ত করেছে ঈমানের শর্ত হিসেবে। তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভালোবাসা রাখা। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনকে সর্বশেষ ওহীগ্রন্থ হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁর

শরীয়াতকে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ ইসলামী শরীয়াহ হিসেবে গ্রহণ করা। মুক্তি ও সফলতা একমাত্র তাঁর শরীয়াহ ও সুন্নাহ অনুসরণের মাঝে—এই বিশ্বাস রাখা। এর বিকল্প খোঁজার মতো কুফরি আচার-আচরণ থেকে বেঁচে থাকা এবং এমন আচরণকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করা। তাঁর শরীয়াহ ও সুন্নাহ ছেড়ে, কোনো বিকৃত বা রহিত শরীয়াতের দিকে না যাওয়া, কোনো নবআবিষ্কৃত মতাদর্শ গ্রহণ না করা, নিজের খেয়াল-খুশির অনুগামী না হওয়া।

খ. এককথায় ‘কুরআনিস্ট মতবাদ’ হলো, হাদিসের ওপর বিভিন্ন সংশয় ও আপত্তি দেখিয়ে হাদিস অস্বীকার করে শুধুমাত্র কুরআনকেই দ্বীনের মূল উৎস হিসেবে সাব্যস্ত করা। এ মতবাদের অনুসারীরা নিজেদেরকে আহলে কুরআন বা কুরআনিস্ট দাবি করে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস নিয়ে তাদের রয়েছে বিভিন্ন আপত্তি ও সংশয়। হাদিস বা সুন্নাহকে তারা শরীয়াতের দ্বিতীয় উৎস মানতে নারাজ। নিজেদের আহলে কুরআন দাবি করলেও, এগুলো প্রকৃত আহলে কুরআনের বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা, প্রকৃত আহলে কুরআন (কুরআনওয়ালা) কখনো হাদিস অস্বীকার করতে পারে না বা হাদিস অস্বীকার করে কখনো প্রকৃত আহলে কুরআন হওয়া যায় না। কিন্তু তারা নিজেদের সংশয়পূর্ণ চিন্তাধারার প্রচার-প্রসার করছে খুব জোরালোভাবেই। আর পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে অনেক সাধারণ মুসলিমের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ছে এ সংশয়ের প্রভাব। তাদের সংশয় ও আপত্তিকর চিন্তাধারা নিয়ে গঠনমূলক পর্যালোচনা ও সংশয় নিরসন সময়ের দাবি। বিশ্বাসী মননের একান্ত প্রয়োজন।

গ. বক্ষ্যমাণ এ-গ্রন্থটি শাইখ ড. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ আল-খালাফ হাফিজাহুল্লাহ সংকলিত *‘মাওকিফুল মুহাদ্দিসিন মিন শুবুহাতি মুনকিরিস সুন্নাহ আল-মুয়াসিরিন’* (موقف المحدثين من شبهات منكري السنة المعاصرين) গ্রন্থের অনুবাদ। বইটিতে কুরআনিস্ট মতবাদের অনুসারীরা হাদিসের ওপর বড়ো বড়ো যেসব সংশয় ও আপত্তি তুলে থাকে, তা ইনসাফের সহিত উল্লেখ করে আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিনের মানহাজের আলোকে পর্যালোচনা ও সংশয় নিরসন করা হয়েছে। যারা কুরআনিস্টদের মৌলিক সংশয় ও আপত্তিগুলো জানার পাশাপাশি সংশয়গুলোর সমাধান জানতে চায়, তাদের জন্য এ-বইটি খুবই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য হাদিস

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি কুরআনিস্ট মতবাদ বা হাদিসকে শরীয়াতের দলিল হিসেবে মানতে অস্বীকারকারীদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, তারা কারা? তাদের বক্তব্যই-বা কী? কেউ কেউ হয়তো তাদের মতের দ্বারা প্রভাবিতও হয়ে পড়ছেন ইদানীং। কারও মনে জায়গা করে নিয়েছে নানান সংশয়।

এ-বিষয়গুলো অনেকের কাছে নতুন মনে হলেও ইতিহাস ও বাস্তবতা বলে—হাদিসশাস্ত্র নিয়ে এ-জাতীয় সংশয় বা আপত্তি আগেও ছিল। এসব আপত্তি বা সংশয়ের নিরসন আমাদের স্বর্ণযুগের তারকাতুল্য মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস আইম্মায়ে কেরাম যথাযথ দায়িত্বশীলতার সহিতই করে গেছেন। তাদের সে-মানহাজের আলোকেই তুরস্কের বিখ্যাত গবেষক স্কলার ড. আবদুল আযীয মুহাম্মাদ আল-খালাফ উল্লিখিত মতানুসারীদের উল্লেখযোগ্য কিছু আপত্তি ও সংশয় নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এ বইয়ে।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য বইটি আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুপরিচিত ও দক্ষ অনুবাদক উস্তায সালমান মাসরুর। অনুবাদের পর বইটির প্রাথমিক নিরীক্ষণও করে দিয়েছেন তিনি। প্রকাশের জন্য পেনফিল্ড পাবলিকেশনের ডেস্কে আসার পর বরাবরের মতো পুরো বইটির পুনঃনিরীক্ষণ ও সম্পাদনা করেছে পেনফিল্ড সম্পাদনা পরিষদ। অবশ্য উস্তায সালমান মাসরুর সাহেবের দক্ষ ও অভিজ্ঞ হাতের কাজ হওয়ায় আমাদের জন্য সম্পাদনার কাজ করতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। তারপরও আমরা আমাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করেছি বানান, ভাষা, বিষয়বস্তু সম্পাদনা ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু রেফারেন্স সংযুক্তির মাধ্যমে বইটিকে আরও মানোত্তীর্ণ করার। আমাদের সিনিয়র সম্পাদক উস্তায মাহমুদ সিদ্দিকী ও শাকির মাহমুদ সাফাত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। বইটির সম্পাদনাকার্যের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে—তর্কবিতর্ক, খণ্ডন, অপনোদন টাইপের পরিভাষা পরিহার করে, পর্যালোচনা ও ক্ষেত্রবিশেষে গঠনমূলক জবাবের মাধ্যমে সংশয় নিরসনধর্মী ভাষা ও মেজাজ বজায় রাখার। আশা করি, যেসকল সত্যানুসন্ধানী ভাইদের মাঝে এ-বিষয় নিয়ে সংশয় বিদ্যমান, অথবা যারা এ-সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে আগ্রহী—সকলের জন্যই বইটি উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

~সম্পাদনা পরিষদ
পেনফিল্ড পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
হাদিসের ওপর আরোপিত কিছু সংশয়

পর্ব এক : হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন ১৫

প্রথম সংশয় : হাদিস ওহী নয় ১৫

দ্বিতীয় সংশয় : হাদিসের উৎস নিরাপদ নয় ২৭

তৃতীয় সংশয় : হাদিস যন্নি বা ধারণা-নির্ভর ৩৭

চতুর্থ সংশয় : হাদিস বিশ্বাস ও হাদিসের ওপর আমল করতে কুরআনের নিষেধাজ্ঞা ৪৫

পঞ্চম সংশয় : হাদিস বাদ দিয়ে শুধু কুরআনের ওপর নির্ভর করা ৫০

ষষ্ঠ সংশয় : হাদিস বর্ণনায় খলিফাদের নিষেধাজ্ঞা এবং তার পুনরাবৃত্তি . ৫৯

সপ্তম সংশয় : হাদিস বর্ণনায় খলিফাদের কঠোরতা এবং অধিক বর্ণনাকারী রাবীদের আটকে রাখা ৬৭

অষ্টম সংশয় : হাদিসের কিতাবসমূহ পুড়িয়ে দেওয়া ৭৪

পর্ব দুই : হাদিস সংকলন ৭৭

নবম সংশয় : হাদিস লিখতে মানা ৭৭

দশম সংশয় : হাদিস সংকলনে বিলম্ব ৮৪

একাদশ সংশয় : নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচশত ভাষণ হারিয়ে যাওয়া ৯৩

দ্বাদশ সংশয় : হাদিস সংকলনে রাজা-বাদশাহদের প্রভাব ৯৮

ত্রয়োদশ সংশয় : (হুবহু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) শব্দ ছাড়া অর্থগতভাবে হাদিস বর্ণনা ১০২

পর্ব তিন : অন্যান্য উৎসের সাথে হাদিসের বিরোধ **১০৭**

চতুর্দশ সংশয় : কুরআনুল কারিমের সাথে হাদিসের বিরোধ ১০৭

পঞ্চদশ সংশয় : দৃশ্যমান বাস্তবতার সাথে হাদিসের বিরোধ............১১৪

ষোড়শ সংশয় : আকল-বুদ্ধির সাথে হাদিসের বিরোধের দাবি ১২০

পর্ব চার : হাদিসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অভিযোগ **১৩১**

সপ্তদশ সংশয় : হাদিসের বর্ণনাকারীগণ মানুষ, নিষ্পাপ নন.......... ১৩১

অষ্টাদশ সংশয় : আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহুর নিরক্ষরতা ও বিলম্বে ইসলাম-গ্রহণ...১৩৫

ঊনবিংশ সংশয় : সনদ যাচাই করা হয়েছে, মতন যাচাই করা হয়নি ...১৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
সমালোচিত কিছু হাদিসের প্রায়োগিক নমুনা

প্রথম নমুনা.. **১৫৭**

হাদিস : “আল্লাহ জমিন শনিবার সৃষ্টি করেছেন।”.................... ১৫৭

দ্বিতীয় নমুনা.. **১৬৫**

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করার সময় আয়িশার বয়স ১৬৫

তৃতীয় নমুনা...**১৭৪**

হাদিস : “একশ’ বছর শেষ হলে এখানকার কোনো লোক আর অবশিষ্ট থাকবে না।”..১৭৪

চতুর্থ নমুনা...**১৭৭**

হাদিস : “আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে দুটো নিঃশ্বাসের অনুমতি দিয়েছেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং একটি গ্রীষ্মকালে।” ১৭৭

পঞ্চম নমুনা...**১৭৯**

হাদিস : “বানি ইসরায়িল না হলে জমা করে রাখা গোশত পচে যেত না।” ১৭৯

প্রথম অধ্যায়
হাদিসের ওপর আরোপিত কিছু সংশয়

পর্ব এক : হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন

প্রথম সংশয় : হাদিস ওহী নয়

সংশয়

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নয়; বরং এগুলো কিছু কথা, যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, তা পরবর্তীতে শরীয়াতের বিধান হবে। বরং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে তাঁর সবধরনের হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন। কেননা তিনি জানেন তা বিধান নয়।

আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

> আর তিনি (অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তা তো ওহী, যা (আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি) প্রত্যাদেশ হয়।[৫]

এ-আয়াত দুটো দিয়ে আহলুস সুন্নাহ যে দলিল দিয়ে থাকে, এর দ্বারা হাদিস উদ্দেশ্য নয়। বরং যমির (সর্বনাম) هو (হুয়া) কুরআনের দিকেই ফেরে। এটাই

---

[৫] সূরা নাজম : ৩-৪

উদ্দিষ্ট ওহী। (অর্থাৎ, এ-হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে এমন—তা [কুরআন] তো ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।)

একইভাবে যে হাদিসে এসেছে, ‘أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ’—‘জেনে রেখো! আমাকে কুরআন এবং তার সঙ্গে অনুরূপ জিনিসও দেওয়া হয়েছে’। এ-হাদিসটি সহিহ নয়।[৬]

পর্যালোচনা ও সংশয় নিরসন

এ সংশয় নিরসনের পূর্বে আমাদের জানতে হবে ওহীর পরিচয়, প্রকার ও বিভিন্ন ধরন।

ওহীর পরিচয়

বিশেষ মানুষের কাছে প্রেরিত গতিশীল সুপ্ত সংবাদকে ওহী বলে।

ওহীর প্রকারভেদ

ওহীর অনেক প্রকার রয়েছে—

১. ওহীর আমানাতদার জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর নবীকে রিসালাত[৭] ও বিধিবিধানের কথা জানিয়ে দেন।

২. কোনো মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর রসূল ও নবীগণের কাছে ওহী পাঠান। যেমন, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন এবং মিরাজের রাত্রিতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেও কথা বলেছেন।

---

[৬] এ-দাবি কুরআনিস্ট, হাদিস অস্বীকারকারী বা সংশয়বাদীদের। প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি সহিহ। দেখুন, সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৬; মসনাদু আহমাদ : ১৭৪৪৬।

[৭] রিসালাত (رسالة) শব্দটি আরবি। রিসালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বার্তা, চিঠি, পত্র, কর্তব্য ইত্যাদি। শারয়ী পরিভাষায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার পবিত্র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বকে রিসালাত বলে। আর যিনি দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় রসূল। –অনুবাদক

দ্বিতীয় সংশয় : হাদিসের উৎস নিরাপদ নয়

সংশয়

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ। তিনি মানুষের সামনে নিজেকে মানুষ হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। আর সাধারণত মানুষের ভুলত্রুটি হয় এবং তারা অনেক সময় ভুলে যায়। তাই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলত্রুটি ও ভুলে যাওয়া থেকে নিরাপদ নন। বরং তাঁর কর্ম ও কথাবার্তায় এমন জিনিস আপতিত হয়, যা মানুষের কর্ম ও কথাবার্তায় আপতিত হয়ে থাকে। এ-কথা স্বয়ং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্ত করেছেন। যখন তিনি তাঁর সাহাবিদের খেজুরগাছের তাবির[৩১] (অর্থাৎ পরাগায়ন) করতে নিষেধ করলেন এবং তারাও করল না। ফলে খেজুরগাছে খেজুর ধরল না—এভাবে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, ‘أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ’—তোমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে তোমরাই ভালো জানো।[৩২]

এটি সুস্পষ্ট দলিল যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল করেন। একটি বিষয়ে যেহেতু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুল সাব্যস্ত হয়েছে, এর দ্বারা এ-বিষয়টিও সাব্যস্ত হয় যে, তাঁর কর্ম ও কথাবার্তা ওহী নয়। বরং তাঁর কথাবার্তায় ভুল হতে পারে। তিনি মাসুম (অর্থাৎ নিষ্পাপ বা ভুলত্রুটি থেকে নিরাপদ) নন। তিনি মানুষ, ইলাহ (মাবুদ বা আল্লাহ) নন।

পর্যালোচনা ও সংশয় নিরসন

এ সংশয় নিরসনে দুটো বিষয় থাকবে—

১. সাধারণভাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসুম (নিষ্পাপ) হওয়া বিষয়ক আলোচনা।

২. বিশেষভাবে এ-হাদিসের নির্দেশনার বিষয়ে আলোচনা।

---

[৩১] বেশি ফলনের আশায় পুরুষ খেজুরাগাছ ও স্ত্রী খেজুরগাছের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করাকে তাবির বলে। –অনুবাদক

[৩২] সহিহ মুসলিম : ৬০২২

প্রথমত : নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসমাত (পাপমুক্ত থাকার গুণ)

১. ইসমাতের অর্থ : ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘দোষত্রুটি থেকে নবীদের হেফাজত, মানবীয় পূর্ণাঙ্গতা, সাহায্য-সহযোগিতা, সকল বিষয়ে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্টকরণ।’[৩৩] অর্থাৎ, নবীগণ ও অন্যান্য মানুষের মাঝে পার্থক্য হলো, নবীদের জন্য ইসমাত আবশ্যক এবং অন্যান্যদের জন্য ইসমাত সম্ভাব্য।

মুনাওয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসমাত হলো গুনাহর সক্ষমতা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা। [৩৪]

২. নবীগণ কী থেকে মাসুম?

মুসলিম উম্মাহ এ-বিষয়ে একমত যে, নবীগণ কুফরসহ সবধরনের কবিরা গুনাহ থেকে মাসুম (নিষ্পাপ ও নিরাপদ)। আর তারা তাদের দ্বীনের তাবলিগে যেসব বিষয়ের কারণে ত্রুটি দেখা দেয় তা থেকেও মাসুম। যেমন—তাদের ওপর যেসব বিধান নাজিল করা হয়েছে সেসব বিষয়ে সংশয় ও অজ্ঞতা, ওহীকে গোপন করা, মিথ্যা বলা, ওয়াসওয়াসায় (অর্থাৎ কুমন্ত্রণা বা সংশয়ে) ভোগা, দ্বীনের তাবলিগে অবহেলা করা এবং জিন ও মানুষের দ্বারা এমনভাবে কাবু হওয়া, যার দ্বারা তাদের রিসালাতের দায়িত্বে ত্রুটি দেখা দেয়।

মোটকথা, নবী-রসূলগণ সকল কবিরা গুনাহ থেকে মাসুম। সগিরা গুনাহর ক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে সগিরা গুনাহ করা থেকেও তারা মাসুম। ভুলে বা ভুল করে তাদের থেকে সগিরা গুনাহ প্রকাশিত হয় কি না—এ-বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতে কখনো এমনটা হয়ে থাকলেও তাঁরা এতে বহাল থাকেন না। ফলে তা পূর্ণাঙ্গতার বিপরীত নয়। কারণ, তাওবার পরে বান্দা পূর্বের চেয়ে আরও অনেক ভালো অবস্থানে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[৩৩] ইমাম ইবুন হাজার, ফাতহুল বারী শারহু সহিহিল বুখারী : ১১/৫০২।

[৩৪] আয-যাবিদি, তাজুল আরুস : ১৭/৪৮৩, মাদ্দাহ (عصم)।

প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে।[২১১]

এ হাদিসে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামাতের দুটো আলামত বলেছেন :

ক. দাসী তার মালিককে জন্ম দেবে।
খ. সমাজের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

প্রথম আলামত : উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো, ইসলামের বিভিন্ন বিজয় অর্জনের প্রতি। বিজয়ের কারণে বেশি বেশি দাস-দাসীর দেখা মিলবে। আর এমনটা তো বৈধই যে মালিক তার দাসীর সাথে সহবাস করবে। তার থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে সে হবে স্বাধীন। আর পিতার মৃত্যুর পর এ-সন্তান হবে (মর্যাদার দিক থেকে) তার মায়ের মনিব (সমতুল্য)।[২১২]

দ্বিতীয় আলামত : সমাজের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফকিররা ধনী হয়ে যাবে। তারা উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করবে। যেসব জায়গা কিছুদিন পূর্বে অনুর্বর পরিত্যক্ত ছিল সেসব জায়গায় এখন আকাশচুম্বী দালান নির্মিত হয়েছে—তা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ সত্য হওয়ার প্রমাণ।

---

[২১১] সহিহ মুসলিম : ৮

[২১২] 'দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে'—হাদিসের এ-বক্তব্যের প্রসিদ্ধ তিনটি ব্যাখ্যার একটি হলো এটি। সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ এমনটিই উল্লেখ করেছেন। তবে মনিবের মৃত্যুর পর তার উম্মু ওয়ালাদ (অর্থাৎ, যে তার মনিবের সন্তানের মা, এমন দাসী) স্বাধীন হয়ে যায় বিধায়, উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান তার মনিব হয় না। তাই ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহর উল্লেখিত শব্দগুচ্ছ (فَإِنَّ وَلَدَهَا مِنْ سَيِّدِهَا بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِهَا)-এর ভিত্তিতে আমরা প্রথম ব্যাখ্যায় বন্ধনী যুক্ত করে (মর্যাদার দিক থেকে) ও (সমতুল্য) লিখে ব্যাপারটিকে মূল বিধানের অনুকূলে আনার চেষ্টা করেছি।

উল্লিখিত হাদিসের বক্তব্যের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান পরবর্তীতে দেশের শাসক হবে—এবং মা হবে তখন সাধারণভাবে তার প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, প্রচুর দাস-দাসী কেনাবেচার কারণে এমন হতে পারে যে, কোনো দাসী বিভিন্ন হাত হয়ে এমন কারও মালিকানায় গিয়ে পড়বে, যে মূলত তারই গর্ভজাত সন্তান। কোনোভাবে ছোটোবেলায় সে মায়ের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। [ইমাম নববী, শারহু সহিহ মুসলিম : ১/১০৯]

প্রথম ও তৃতীয় ব্যাখ্যাটি সম্ভাব্য হলেও, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে বহুবার দেখা গিয়েছে। উমাভী ও আব্বাসী শাসকদের কেউ কেউ এবং উসমানী সুলতানদের অনেকেই ছিলেন দাসীর গর্ভজাত সন্তান। –ভাষা সম্পাদক

পর্ব চার : হাদিসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অভিযোগ

সপ্তদশ সংশয় : হাদিসের বর্ণনাকারীগণ মানুষ, নিষ্পাপ নন

সংশয়

হাদিসের বর্ণনাকারীগণ মানুষ। ভুল করেন, আবার সঠিকও করেন। তারা ভুল থেকে নিরাপদ নয়। ফলে কখনো কখনো হাদিস বর্ণনায় ভুল হয়ে থাকে। তাই আমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি, তারা যা বর্ণনা করেন তা সঠিক ও সত্য? এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আমরা বলতে পারি যে, তারা যা বর্ণনা করেছেন তা আসলেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা? তারপর কথা হলো, মানুষের স্বভাব হলো তারা যা বর্ণনা করে মজলিসের ভিন্নতায় শব্দে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে। আমরা কি জানি, এতে শব্দের পাশাপাশি অর্থের মাঝে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না?

পর্যালোচনা ও সংশয় নিরসন

এক. বর্ণনাকারীগণ মানুষ

হাদিসের বর্ণনাকারীগণই কুরআনের বর্ণনাকারী। হাদিস বর্ণনাতে ভুলের যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে তা তো কুরআন বর্ণনার মধ্যেও রয়েছে। তাহলে একই কারণে কেন কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করা হয় না?

আর যদি হাদিস শরীয়াতের দলিল হয় এবং শরীয়াতের বিধিবিধানের উৎসসমূহের একটি উৎস হয় এবং তা প্রত্যাখ্যান করার কারণ বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভুলের সম্ভাবনা হয়, সত্তাগত হাদিসে না হয়—তাহলে হাদিস সহিহ হওয়ার এবং মানুষের ভুলের ঊর্ধ্বে হওয়ার ক্ষেত্রে হাদিস অস্বীকারকারীদের পছন্দের বিকল্প কী?

নিষ্পাপ নবীগণ ছাড়া সকল মানুষ ভুল করবে (ভুলের ঊর্ধ্বে নয়) যতক্ষণ এ নীতি থাকবে (এ নীতি সর্বদাই থাকবে) ততক্ষণ মানুষের বর্ণনা কবুল না করে কোনো উপায় নেই, তবে যথাযথভাবে বর্ণনার নিশ্চয়তার জন্য বিভিন্ন

দ্বিতীয় অধ্যায়
সমালোচিত কিছু হাদিসের প্রায়োগিক নমুনা

ভূমিকা

শুরুতেই সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া জরুরি যে, আমি সমালোচিত সকল সকল হাদিস একত্রিত করার ইচ্ছে করিনি। বরং কিছু প্রায়োগিক নমুনা উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যার মাধ্যমে সমালোচকদের মানহাজ এবং তাদের খণ্ডনে আলিমগণের শারয়ী অবস্থান সুস্পষ্ট হবে। এ-কারণে আমি বিভিন্ন ধরনের নমুনা নির্বাচন করব। হাদিস অস্বীকারকারীগণ দাবি করে, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিনের অবহেলা এবং কোনো এক মানহাজেও তাদের দৃঢ়তা না থাকায় তারা এসব বর্ণনাকে রসূলের হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছেন। অথচ বাস্তবতা হলো, এসব বর্ণনা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মিথ্যা সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আমি চেষ্টা করব যাতে এসব নমুনার প্রত্যেকটি যেন কোনো একটি পন্থা বা মানহাজকে ব্যক্ত করে, যে মানহাজের বিষয়ে দাবি করা হয় মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাদের গবেষণায় এ মানহাজের ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন।

প্রথম নমুনা

হাদিস : “আল্লাহ জমিন শনিবার সৃষ্টি করেছেন।”

হাদিস অস্বীকারকারীগণ কুরআনুল কারিমের সাথে হাদিসের বিরোধের উদাহরণ হিসেবে এ হাদিসটা উপস্থাপন করে।

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু

হাদিস অস্বীকারকারীদের অবস্থান

হাদিস অস্বীকারকারীগণ এ হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করতে এবং এ হাদিসকে সুস্পষ্ট মিথ্যা গণ্য করতে দ্বিধাবোধ করেনি। আবু রাইয়া[২৮২] বলেন, ‘বুখারী, ইবনু কাছীর প্রমুখ বলেছেন, আবু হুরাইরা এ হাদিসটি কাব আল-আহবারের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ হাদিসটি কুরআনের যে-আয়াতে বলা হয়েছে “আল্লাহ আসমান-জমিন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন” এ-আয়াতের বিপরীত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আবু হুরাইরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনার বিষয় এ হাদিসে সুস্পষ্ট করেছেন এবং তিনি এ-কথাও বলেছেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে এ হাদিসটি বলেছেন তখন নবীজি তার হাতে ধরেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমাদের দেশের যারা মনে করে উলুমুল হাদিসের কিছু জ্ঞান তাদের আছে এবং যারা তাদের মতো অন্যান্য দেশে আছে, তারা যেন এ-জটিলতার সমাধান দেয়।’

তারপর তিনি বলেন, ‘এ-ধরনের বর্ণনা সুস্পষ্ট মিথ্যা ধরে নেয়া হয় এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে অপবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়।’[২৮৩]

আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিনের অবস্থান

এ হাদিসটি সহিহ নাকি দয়ীফ, এ-বিষয়ে আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিনের (বিভিন্ন) মতামত রয়েছে।

প্রথম মত : হাদিসটি দয়ীফ। তারা বলেন, সনদ ও মতনে সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকার কারণে হাদিসটিকে গ্রহণ করা হবে না। এটি আলী ইবনুল মাদিনী, বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনু তাইমিয়্যা প্রমুখের মত।

তারা এর বিভিন্ন কারণ বলেছেন—

---

[২৮২] মাহমুদ আবু রাইয়া (১৩০৭ হি.-১৩৯০হি. বা ১৯৭০ ঈ. ১৮৮৯ ঈ.)—একজন মিশরীয় (তথাকথিত) মুক্তচিন্তক। যিনি সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতা ও হাদিসশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আহলুস-সুন্নাহর প্রতিষ্ঠিত মতের ঘোর বিরোধিতার মাধ্যমে কুরআনিস্ট ও হাদিস অস্বীকারকারীদের মধ্যে বিখ্যাত পর্যায়ের ব্যক্তি। –ভাষা সম্পাদক

[২৮৩] মাহমুদ আবু রাইয়া, আযওয়া আলাস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ১৮২।